ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০১

আগরতলা,২০ এপ্রিল,২০১৮

পাঁচদিনব্যাপী মোহনপুর বইমেলা শুরু
ত্রিপুরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুণ্য ভূমি : উপ-মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরা হলো সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুণ্য ভূমি। এর ইতিহাস রয়েছে। তাই এখানে বইমেলার একটা তাৎপর্য রয়েছে। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আজ বিকেলে দ্বিতীয় মোহনপুর বইমেলার উদ্বোধন করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। পাঁচদিনব্যাপী মেধা ও মননের এই মেলা চলবে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। মোহনপুর বইমেলায় ৪৫টি বই স্টলের মধ্যে ৪৩টি এ রাজ্যের প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের, ২টি পশ্চিমবঙ্গের এবং ১টি এন বি টি-র। এছাড়া রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ও ব্যাঙ্কের প্রদর্শনী স্টলও খোলা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে। বইমেলার থিম করা হয়েছে ‘রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, সবুজায়ন’। সমগ্র বইমেলাকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সুদৃশ্য বোর্ডের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন সংগীত ও রাজবাড়ির সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টিকে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির ভাষণে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, এই মেলা দেখে মনে হয় না এটা কোনও মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা। বইমেলার থিমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, এ রাজ্যের বইমেলার সাথে এই থিম খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনতো না তখন তাঁর লেখা ‘ভগ্ন হৃদয়’-এর জন্য ত্রিপুরার মহারাজা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মান জানিয়েছিলেন। কবির সাথে বহুকাল যাবৎ রাজ্যের সম্পর্ক ছিলো বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ত্রিপুরার সাহিত্য, সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে বইমেলা শুরু হওয়ার অনেক আগেই ত্রিপুরায় ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা রাজমালা লেখা হয়ে গিয়েছিলো। বইমেলাকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে ককবরক সাহিত্যের আরও বিকাশের জন্যও উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, বইয়ের সান্নিধ্য ছাড়া সত্যিকারের অক্ষর বোধ আসে না। বইয়ের কাজ হলো মানুষকে হতাশা থেকে আশা-আকাঙ্খার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য সেতু নির্মাণ করা। তিনি আরও বলেন, বইয়ের কোনও বিকল্প নেই। তিনি সবাইকে বই কিনতে ও পড়তে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপজাতি কল্যাণ ও বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, আমরা জানি আধুনিক বিশ্বে জ্ঞানই হচ্ছে শক্তির উৎস। যাঁর বেশি জ্ঞান রয়েছে তিনিই বেশি শক্তিশালী। তিনি বলেন, বইমেলার বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বই সংস্কৃতি ও বই পড়ার অভ্যাস তৈরী করা। নতুন প্রজন্মের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কম্পিউটার, ফেসবুক করলেও যেন বই পড়ার অভ্যাস কমে না যায়।

***২-এর পাতায়

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বইমেলার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. অরুণোদয় সাহা, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক রঘুনাথ সরকার, বুক সেলার্স এন্ড এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুদাম সাহা ও ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড এসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার। স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা শাসক ও বইমেলার আহ্বায়ক প্রসূন দে। শুরুতে বইমেলায় স্মরণিকার প্রকাশ করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। পাঁচদিনব্যাপী মেলায় প্রতিদিন রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

*****